OPEN ACCESS *Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 99
Website: https://tirj.org.in, Page No. 877 - 882
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 877 - 882
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

মেদিনীপুরের ‘মুকুটহীন রাজা’ বীরেন্দ্রনাথ শাসমল : স্বাধীনতার অন্তরালে ইতিহাসের নিস্তব্ধতা

দেবাশীষ বেরা
অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ
শহীদ অনুরুপ চন্দ্র মহাবিদ্যালয়
Email ID : beradeba@gmail.com

Received Date *10. 04. 2025*
Selection Date *23. 04. 2025*

Keyword
Independence, Movement, National Struggle, Provincial, Bengal.

Abstract
In the history of India's independence movement, during the early phase of Gandhi's era, three prominent leaders emerged in Bengal, Chittaranjan Das, Birendranath Sasmal, and Subhas Chandra Bose. Unfortunately, the historians of the national struggle did not properly acknowledge Birendranath's role and his fundamental contributions. This great leader did not receive the recognition he deserved. Just as Chittaranjan gained widespread public recognition as 'Deshbandhu' (Friend of the Nation), Birendranath earned the affection of the people and became known as 'Deshpran' (Heart of the Nation). After the death of Chittaranjan Das in 1925, Gandhiji himself sincerely wished for Birendranath to take charge of the Bengal Provincial Congress Committee. However, due to political circles in Bengal, that responsibility never fell upon him. Had it happened, it is likely that Bengal’s politics could have moved beyond its divisive nature. It can also be said that this might have played a major role in Subhas Chandra Bose’s decision to leave the National Congress later. This article discusses Birendranath Sasmal’s role in the national movement.

Discussion

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে অনেক বীর সেনানীর অবদান অমর হয়ে রয়েছে। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বাধীন স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রাথমিক পর্যায়ে বঙ্গভূমি থেকে তিনজন বিশিষ্ট নেতা সামনে এসেছিলেন – চিত্তরঞ্জন দাস, বীরেন্দ্রনাথ শাসমল এবং সুভাষচন্দ্র বসু। এদের মধ্যে চিত্তরঞ্জন দাসকে ‘দেশবন্ধু’ এবং বীরেন্দ্রনাথ শাসমলকে ‘দেশপ্রাণ’ বলে সম্মানিত করা হয়। তবে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় চিত্তরঞ্জনের নাম যতটা উজ্জ্বল, বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের অবদান ততটা স্বীকৃতি পায়নি। ১৯২৫ সালে চিত্তরঞ্জন দাসের মৃত্যুর পর, মহাত্মা গান্ধী নিজে চেয়েছিলেন বীরেন্দ্রনাথ শাসমল যেন বেঙ্গল প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু সে সুযোগ আর তার হয়নি। বাংলার রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে নানা টানাপোড়েনের কারণে সেই দায়িত্ব তাঁর হাতে আসেনি। এটি যদি বাস্তবে ঘটতো, তবে হয়তো বঙ্গের রাজনৈতিক ইতিহাস

ভিন্ন হতে পারত এবং হয়তো সুভাষচন্দ্র বসুর জাতীয় কংগ্রেস ছেড়ে যাওয়ার কারণও ভিন্ন হত। এই প্রবন্ধে আমরা বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের অবদান, তাঁর সংগ্রাম এবং তাঁর অবিচল দেশপ্রেম নিয়ে আলোচনা করব।

এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হল - ১. বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের রাজনৈতিক জীবনের গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো তুলে ধরা। ২. তাঁর নেতৃত্বে মেদিনীপুর অঞ্চলে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রভাব বিশ্লেষণ করা। ৩. স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর ভূমিকা, আদর্শ এবং অবদানকে পুনর্মূল্যায়ন করা। ৪. তাঁর অবহেলিত ইতিহাসকে নতুন আলোকে উপস্থাপন করা। ৫. চিত্তরঞ্জন দাসের পর বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের ভূমিকা নিয়ে বিদ্যমান ধোঁয়াশা দূর করা।

বীরেন্দ্রনাথ শাসমল ছিলেন একজন অনন্য রাজনীতিবিদ, আইনজীবী এবং সমাজসেবী। মেদিনীপুরের এই 'মুকুটহীন রাজা' তাঁর অসীম সাহস, বলিষ্ঠ নেতৃত্ব এবং নির্ভীক মনোভাবের জন্য জনমানসে চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছেন। তিনি শুধু একজন রাজনীতিবিদ ছিলেন না, ছিলেন জনগণের প্রিয় নেতা। তাঁর নেতৃত্বে মেদিনীপুরে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন শক্তিশালী হয়ে ওঠে। বীরেন্দ্রনাথের ত্যাগ, আদর্শ এবং তাঁর নির্ভীক নেতৃত্ব স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এক বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। তাঁর রাজনৈতিক জীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় ছিল ১৯২০-৩০ সালের সময়কাল, যখন তিনি অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের মাধ্যমে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। তাঁর নেতৃত্বে মেদিনীপুরে ব্রিটিশ প্রশাসন একপ্রকার পঙ্গু হয়ে পড়ে। তিনি স্থানীয় কৃষকদের অধিকার রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তাঁর উদ্যোগে গঠিত 'রায়ত সম্মেলন' কৃষক বিদ্রোহে প্রভূত সাড়া ফেলে।

মেদিনীপুর জেলার অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব আছেন যারা স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় নিরলস ভাবে লড়াই চালিয়েছিলেন, নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, বৃটিশ বিরোধী সংগ্রাম শক্তিশালী করেছিলেন। বীরেন্দ্রনাথ শাসমল (১৮৮১-১৯৩৪) ছিলেন এদের মধ্যে অন্যতম। যিনি উদ্বেলিত জনতার জনকল্লোলে 'দেশপ্রাণ', ভয়ে কম্পিত ইংরেজ সরকারের ভাষায় 'বাংলার ষাঁড়', অন্যায়ের কাছে মাথা না নোয়ানো 'চির-উন্নত-শির', অকৃপন আত্মত্যাগ সত্ত্বেও মর্যাদা হীনতার কারনে বাংলার 'মুকুটহীন সম্রাট' নামে পরিচিত। কেবলমাত্র কলকাতা কেন্দ্র বহির্ভূত জেলা মফঃস্বলের বাসিন্দা হওয়ার কারনে কিংবা মাহিষ্য সমাজভূক্ত জাতি সংকীর্ণতার কারনে তিনি জীবিত কালে সঠিক মর্যাদা পাননি। অকুণ্ঠ ত্যাগ স্বীকার সত্ত্বেও বঙ্গ রাজনীতির চক্রে (যাকে আমরা 'কলকাতা লবি' বলি) তিনি উপেক্ষিত ও কোনঠাস ছিলেন। বাধ্য হয়েছিলেন কলকাতা ছেড়ে নিজ জন্ম স্থান মেদিনীপুরে ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রাম চালিয়ে যেতে।

মেদিনীপুর জেলার কাঁথি মহকুমার চণ্ডিভেটি গ্রামে তাঁর জন্ম। লন্ডন, আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি উন্নত রাষ্ট্র ঘুরে এসেও তিনি উপলব্ধি করেছেন পরিপূর্ণ গ্রাম স্বরাজ এর মধ্য দিয়েই প্রকৃত স্বাধীনতা লাভ সম্ভব। সেই কারণে সবার আগে জরুরী গ্রাম্য জীবনকে উদ্বুদ্ধ করা। বীরেন্দ্রনাথ তাঁর রাজনৈতিক আদর্শে বারবার উপলব্ধি করেছেন, নীতিহীন দেশপ্রেম আর উগ্র জাতীয়তাবাদ কখনোই একটি সুস্থির সমাজের জন্ম দেয় না।

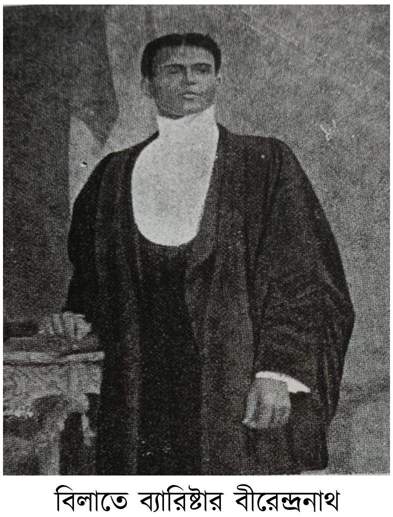

বিলাতে ব্যারিষ্টার বীরেন্দ্রনাথ

তাঁর স্বাধীনতার চেতনা ও পল্লী ভাবনা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং গান্ধীজীর ভাবনার অনুসারী ছিল।[১] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বদেশী সমাজ এবং পরবর্তীকালে রাষ্ট্রীয় ভাবনার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায় তাঁর রাজনৈতিক আদর্শে। তাঁর মতে গ্রাম স্বরাজ হল স্বাধীনতার মূল ভিত্তি। রবীন্দ্রনাথের সমাজ চিন্তা ও পল্লী সংগঠন ভাবনায় এই বিষয়টি অন্যতম স্থান অধিকার করে আছে। তাই শ্রীনিকেতন ছাড়া শান্তিনিকেতনের ভাবনা অসম্পূর্ণ। নগরায়ন নয়, বস্তুত দেশময় পল্লীতে পল্লীতে প্রসারিত এক নবজাগরণের ধারণা স্বাধীনতা আন্দোলনকে সার্থকতা দিতে পারে বলে তিনই ভাবতেন। স্বদেশী আন্দোলনের মর্মকথা হল, পল্লীকে আপন করে তোলার ভিতর দিয়ে বিপ্লবের শুরু।[২]

১৯১৯ সালের বঙ্গীয় গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন আইন অনুসারে ১৯২১ সালের এপ্রিল মাসে মেদিনীপুর জেলায় ইউনিয়ন বোর্ড স্থাপিত হয়। সমগ্র জেলায় মোট ২২৭টি বোর্ড স্থাপিত হয়েছিল।[৩] এই সময় সমগ্র দেশ জুড়ে গান্ধীজীর নেতৃত্বে অহিংস অসহযোগ আন্দোলন চলছিল। বীরেন্দ্রনাথ শাসমল ইউনিয়ন বোর্ড বিরোধী আন্দোলনকে অসহযোগ আন্দোলনের সহিত মিলাবেন কিনা এ বিষয়ে সংশয়ে ছিলেন। বরিশালে অনুষ্ঠিত ১৯২১ সালের বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাজনৈতিক সম্মেলনে ইউনিয়ন বোর্ডের সঙ্গে অসহযোগ আন্দোলনকে যুক্ত করার প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল।[৪] পরবর্তীকালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির কার্য সমিতি প্রস্তাব গ্রহণ করে যে, ইউনিয়ন বোর্ডের সহিত অসহযোগ না মেলানোই ভাল।[৫] এই অবস্থায় বীরেন্দ্রনাথ গান্ধীর কাছে আন্দোলন পরিচালনার অনুমতি চান। গান্ধীজী বীরেন্দ্রনাথের আবেদনে সাড়াদেন এবং বলেন, -

> "সরকারের সঙ্গে অসহযোগ করার প্রক্রিয়া এবং পদ্ধতি অত্যন্ত জটিল, তাই অসহযোগ সংক্রান্ত পরীক্ষা নিরীক্ষা তিনি নিজের হাতেই রাখতে চান। তবে বীরেন্দ্রনাথ ইচ্ছে করলে নিজের দায়িত্বে আন্দোলন আরম্ভ করতে পারেন।"[৬]

এই পরিস্থিতিতে বীরেন্দ্রনাথ উভয় সংকটে পড়েছিলেন। একদিকে, মেদিনীপুরে ইউনিয়ন বোর্ড প্রতিষ্ঠার পর থেকে সাধারণ মানুষ কর বৃদ্ধির আশঙ্কায় বোর্ডের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেছিল। তাদের বিক্ষোভের পাশে দাঁড়ানোর প্রয়োজন ছিল। অন্যদিকে বঙ্গীয় প্রদেশ কংগ্রেসের ইউনিয়ন বোর্ড বিরোধী আন্দোলনের প্রতি অনীহা এবং একপ্রকার পরোক্ষভাবে গান্ধীর সমর্থন - এই উভয় সংকটকালে বীরেন্দ্রনাথ সিদ্ধান্ত নেন, অসহযোগ আন্দোলনের সহিত এই আন্দোলনকে কোন প্রকার যুক্ত না করে স্বতন্ত্রভাবে ইউনিয়ন বোর্ড বিরোধী আন্দোলন পরিচালনা করবেন। এ বিষয়ে তিনি স্থানীয় কংগ্রেস কর্মীদের উপর নির্ভর করে তাদের সম্মতিতে নিজের নেতৃত্বে আন্দোলন পরিচালনার সিদ্ধান্ত নেন।[৭]

ইংরেজ সরকার স্বায়ত্ব মূলক ব্যবস্থাকে ইউনিয়ন বোর্ডের মাধ্যমে গ্রাম অঞ্চলে ছড়িয়ে দেওয়ার নাম করে প্রকৃত অর্থে দরিদ্র জনগণের উপর গ্রামীণ মুরুব্বিদের শাসন কায়েম করার এই অপচেষ্টা সফল ভাবে প্রতিরোধ করেছিলেন বীরেন্দ্রনাথ শাসমল। শাসনক্ষমতা প্রত্যাহারের দাবি করা উচ্চবিত্ত শ্রেণি সেদিন মনেপ্রাণে চায়নি ক্ষমতা দেশের সমস্ত শ্রেনীর মানুষের মধ্যে সমানভাবে বিস্তার লাভ করুক।[৮] সর্বোপরি কৃষকরা নিজেদের জমির অধিকার সুষ্ঠুভাবে ভোগ করুক – চায়নি উচ্চবিত্ত শ্রেণি। তারা চেয়েছিল শাসন ক্ষমতা নিজেদের মধ্যে কুক্ষিগত রাখতে। সেই কারণে হয়তো উপদলীয় কোন্দল এর নাম করে প্রকৃত জননেতা হয়ে ওঠা বীরেন্দ্রনাথ শাসমলকে সক্রিয় রাজনৈতিক মঞ্চ থেকে বিতাড়িত করার ষড়যন্ত্র চলে কলকাতা ও দিল্লির উচ্চবর্গের নেতাদের মধ্যে। যদিও নিজস্ব যোগ্যতায় গ্রাম স্বরাজ আদর্শে অবিচল থাকা গ্রাম বাংলার এই বিপ্লবী ভারতের রাজনীতির মঞ্চে উজ্জ্বলভাবে নিজেকে প্রতিপন্ন করতে সমর্থ হয়েছিলেন জনমানসে। তাঁর দৃঢ় ও বুদ্ধিদীপ্ত ব্যাখ্যায় ১৯২১ সালে বরিশালের বি পি সি সি এর সাধারণ সভায় ইউনিয়ন বিরোধী আন্দোলনের পক্ষে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী কার্যকরী কমিটির সভায় সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক ভাবে এই আন্দোলনের বিরুদ্ধে প্রস্তাব নেওয়া হয়, আর এই জঘন্য কাজে লিপ্ত হয়েছিলেন তৎকালীন উচ্চ পর্যায়ের এবং উচ্চবর্গের নেতারা। অথচ ঐতিহাসিক সত্য হল এই আন্দোলন সমাজের সর্ব স্তরের মানুষের মধ্যে স্বাধীনতার চেতনা বিস্তৃত করেছিল, মূলত সেই কারণে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে মেদিনীপুর জেলার ভূমিকা অগ্রগণ্য ও ঐতিহাসকভাবেই উজ্জ্বল থেকেছে।[৯]

স্বাধীনতা আন্দোলনে সমাজের সর্ব স্তরের মানুষের এই সর্বাত্মক অংশগ্রহণের নিদর্শন, সামান্য কিছুটা মহারাষ্ট্র বাদে ভারতবর্ষের অন্য কোন জেলায় ঘটেনি। পরবর্তীকালে এই ঘটনাকে স্মৃতির অতলে তলিয়ে দেওয়ার চক্রান্ত হয়েছে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 99
Website: https://tirj.org.in, Page No. 877 - 882
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বারবার। কোনো এক আশ্চর্য কারণে রমেশচন্দ্র মজুমদার, অমলেশ ত্রিপাঠীর মতো ঐতিহাসিকদের কলমেও এই আন্দোলন থেকে যায় অনুল্লেখিত। অথচ সেই সময়কালে গুজরাটের সুরাট জেলার বরদৌলি তালুকের পতিতদারদের তথাকথিত কৃষক আন্দোলন কে প্রথম অহিংস আন্দোলন হিসেবে উল্লেখ করেছেন ভারতবর্ষের বেশিরভাগ ঐতিহাসিক।[১০] এ তথ্য যেমন ঐতিহাসিকভাবে অর্ধসত্য, তেমনি এটি কোনোভাবে সফল আন্দোলনও নয়। ভারতবর্ষের রাজনীতির ইতিহাসে উচ্চবর্গের আধিপত্য কায়েম করার যে সুচারু প্রক্রিয়া প্রবাহমান কাল ধরে ঘটে এসেছে তা ব্যতিক্রম হয়নি ইউনিয়ন বিরোধী আন্দোলনের ক্ষেত্রেও। বরং সমাজের সর্বস্তরের মানুষের অংশগ্রহণে সফল এই আন্দোলনকে কেবল 'মাহিস্য' আন্দোলন বলে জাতিভেদ দৃষ্টিভঙ্গিতে সংকীর্ণ করে দেখাতে চাওয়া হয়েছে সেই সময়ে। অথচ ইতিহাস স্বীকার করেছে সারা ভারতবর্ষে ইংরেজ বিরোধীতায় কেবল এই আন্দোলনে মাহিষ্য, মুসলমান ও 'নিচু জাতের' হিন্দু সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণেই সর্বাত্মক আকার নিয়েছিল। তবে ভুললে চলবেনা, মেদিনীপুরের ৮৫ শতাংশ মানুষই মাহিষ্য সম্প্রদায়ের।[১১]

বীরেন্দ্রনাথ শাসমল জেলার বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ করে সভা সমিতি কিংবা বক্তৃতার মাধ্যমে আন্দোলন শুরুর পূর্বে জমি প্রস্তুত করেছিলেন। এ বিষয়ে তার সহযোগী ছিলেন কাঁথির প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিভিন্ন স্থানের আঞ্চলিক কংগ্রেস নেতৃত্ব। ঊর্ধ্বতন কংগ্রেস নেতৃত্বের সঙ্গে এই আন্দোলনের যোগাযোগ বিশেষ ছিলনা বলে স্থানীয় নেতারা বীরেন্দ্রনাথ এর উপর ভরসা করেছিলেন। তিনি প্রতিটি গ্রামে সংগঠন গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিলেন। স্থানীয় নেতারা গ্রামে গ্রামে সদস্য ও সেচ্ছাসেবক নিয়ে 'পল্লি সমিতি' গড়ে তুলেছিল। পাঁচ বা সাতটি পল্লী সমিতি নিয়ে 'পল্লি সংঘ' এবং কতগুলি পল্লী সংঘ নিয়ে গড়ে উঠেছিল 'প্রাদেশিক শাখা কংগ্রেস'। গ্রাম পর্যায়ে এই বিস্তৃত ও সুনিপুন সংগঠনই হয়ে উঠেছিল আন্দোলন পরিচালনার মাধ্যম। বীরেন্দ্রনাথ তার সহকর্মীদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে আন্দোলন কিভাবে সংগঠিত ও পরিচালিত হবে তা ঠিক করতেন।[১২]

আসলে মেদিনীপুরের মাহিষ্যদের মধ্যে প্রথম ব্যারিস্টার হিসাবে বীরেন্দ্রনাথের বিশেষ মর্যাদা ছিল। তাছাড়া বন্যার সময় ত্রাণ কার্যের মাধ্যমে তিনি মেদিনীপুরের মানুষের মন জয় করে নিয়েছিলেন। আইন ব্যবসা ছেড়ে গ্রামে গ্রামে সাধারণ মানুষের মধ্যে মিশে কংগ্রেসের প্রচার ও প্রসার চালান। একটি বিশেষ ঘটনা বীরেন্দ্রনাথের খ্যাতির পরিচয় পাওয়া যায়। তখন মেদিনীপুরের জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন এস এন রায়। তাঁকে কাঁথিতে পাঠানো হয়েছিল ইউনিয়ন বোর্ডের পক্ষে লোককে বোঝানোর জন্য। এই কাজে তিনি ব্যর্থ হয়ে মেদিনীপুরে ফিরে এসে লিখেছিলেন, -

> "The subtlety of the whole compaigh lay in the fact that Sasmal as a lawyer was intergreting the sections of the Act ... (and the people were) convinced that sasmal wasrisht".[১৩]

বীরেন্দ্রনাথ শাসমল রাজনৈতিক আদর্শে ও জীবন চর্চায় অহিংসবাদের প্রকৃত, সফল ও সার্থক রুপায়নকারি স্বাধীনতা সংগ্রামী। মানবিকতার অজেয় মন্ত্রে দীক্ষিত তিনি। ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা তাঁর একমাত্র লক্ষ্য। তিনি মনে করতেন, নিজের উপর যত অত্যাচারই হোক না কেন অহিংসবাদের প্রতি অটল-অবিচল থাকা উচিৎ। কিন্তু অসহায় মানুষ বিশেষ করে নারী ও শিশুর উপর অন্যায় অত্যাচারে অহিংস পথ সবসময় বাঞ্ছনীয় নয়। রাজনৈতিক আদর্শের অহিংসার প্রতি বীরেন্দ্রনাথ এর এই আত্মনিয়োগকে মান্যতা দিয়েছেন স্বয়ং গান্ধীজী।[১৪]

কেওড়াতলা শ্মশানে চিতার উপর ঊর্দ্ধশিরে বীরেন্দ্রনাথ

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 99
Website: https://tirj.org.in, Page No. 877 - 882
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ভারত উপমহাদেশ আজ এক কঠিন সমস্যায় বিধ্বস্ত। একদিকে উগ্র ধর্ম উন্মত্ত মানুষের আস্ফালন, অপরদিকে মেকি নাস্তিকতার মোড়কে প্রকৃত সমস্যা থেকে দৃষ্টি অন্যদিকে ঘুরিয়ে রাখার প্রবল ষড়যন্ত্র। এই সমস্যার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বীরেন্দ্রনাথ শাসমল আরো বেশি করে গ্রহণীয় হতে পারেন। যা মানুষে মানুষে দূরত্ব তৈরি করে, মানুষকে দূরে সরিয়ে রাখে, অন্যকে অসম্মান ও অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে শেখায়। সর্বপরি মানবিকতা ভূলুণ্ঠিত হয়। মানুষের স্বাধীনভাবে বাঁচাকে যা অনিশ্চিত করে তাকে তিনি ধর্ম বলে মানতে চাননি। জীবনচর্চায় ধর্ম এবং ধর্ম আচরণকে পৃথকভাবে দেখতে শিখেছিলেন। আধ্যাত্মিক ভাবনায় দেবতার প্রতি ভক্তি-পূজাকে গ্রহণ করলেও তা আচার বিহীন ও ব্রাহ্মণ বর্জিত। অর্থাৎ তাঁর ভাবনায় পূজা হল পরম করুণাময় ঈশ্বরের কাছে নিজেকে সম্পুর্ন সমর্পণ এবং তা নিশ্চিত আচার বিহীনভাবে।

'সত্যের জন্য সবকিছু ত্যাগ করা যায়, কিন্তু কোনো কিছুর জন্য সত্যকে নয়', এই আদর্শে চালিত হওয়া মানুষটি মৃত্যুর পরও উচ্চশির। বীরেন্দ্রনাথ ছিলেন অকুতোভয়। মৃত্যুর আগে তিনি বলেছিলেন, -

> "জীবনে আমি কোথাও মাথা নোয়াই নি, তাই মৃত্যুর পরও যেন আমার মাথা অবনত না করা হয়। আমাকে যেন ঊর্দ্ধশিরে দাহ করা হয়।"[১৫]

তাই তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী তাঁর প্রাণ হীন দেহ কলকাতার কেওড়াতলা মহাশ্মশানে তাঁকে দাঁড় করিয়ে পোড়ানো হয়।[১৬] এ দৃষ্টান্ত বিশ্বে অদ্বিতীয়। সারা পৃথিবী অবাক বিস্ময়ে নতুন এক ইতিহাসের সাক্ষী হল।

ভারত উপমহাদেশ আজ এক কঠিন সমস্যায় বিধ্বস্ত। একদিকে উগ্র ধর্ম উন্মত্ত মানুষের আস্ফালন, অপরদিকে মেকি নাস্তিকতা মোড়কে প্রকৃত সমস্যা থেকে দৃষ্টি অন্যদিকে ঘুরিয়ে রাখার প্রবল ষড়যন্ত্র। এই সমস্যার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বীরেন্দ্রনাথ শাসমল আরো বেশি করে গ্রহণীয় হতে পারেন। যা মানুষে মানুষে দূরত্ব তৈরি করে, মানুষকে দূরে সরিয়ে রাখে, অন্যকে অসম্মান ও অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে শেখায়। সর্বোপরি মানবিকতা ভূলুণ্ঠিত হয় এবং মানুষের স্বাধীনভাবে বাঁচাকে অনিশ্চিত করে তাকে তিনি ধর্ম বলে মানতে চাননি। জীবনচর্চায় ধর্ম এবং ধর্ম আচরণকে পৃথকভাবে দেখতে শিখেছিলেন। আধ্যাত্মিক ভাবনায় দেবতার প্রতি ভক্তি-পূজাকে গ্রহণ করলেও তা আচার বিহীন ও ব্রাহ্মণ বর্জিত। অর্থাৎ তাঁর ভাবনায় পূজা হলো পরম করুণাময় ঈশ্বরের কাছে নিজেকে সম্পুর্ন সমর্পণ এবং তা নিশ্চিত আচার বিহীনভাবে।

বীরেনবাবু সুদীর্ঘ জীবন পাননি। রাজনৈতিক আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী এবং সামাজিক কাজে আত্ম নিয়োজিত কর্মব্যস্ত জীবনে সঙ্গত কারণেই অনেক কিছু লিখে যেতে পারেননি। জেলে থাকা অবস্থায় ১৯২২ এ ক্ষুদ্র খন্ডের আত্মচরিত 'স্রোতের তৃণ' প্রকাশ পায়।[১৭] রাজনৈতিক জীবনে একাকী এবং আপোষহীন সৈনিক তিনি। রাজনীতির ছোট খাটো সমঝোতায় অপরাগ। সে সময়ের রাজনীতির সঙ্গে তাল রেখে দল-উপদল করতে পারেননি এবং তা কেবল মাত্র আদর্শের কারণে, নীতির প্রশ্নে। স্রোতের বিপরীতে একাকী আজীবন বিচরণ করেছেন অথচ নিজেকে বলেছেন 'স্রোতের তৃণ'। মার্কিন দেশের গণতন্ত্রের আদর্শে উদ্বুদ্ধ মানুষটি জাতিবিদ্বেষ এর উর্ধে, জাতি বৈষম্যের উর্ধ্বে, ব্যক্তিত্বের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হওয়ার মতো গল্প লিখেছেন – 'নিউ ইয়র্কে পাঁচ মাস' বা 'অমল ও রামকৃষ্ণ' প্রভৃতি গল্প। এছাড়াও বালির শিশু সমিতির সভাপতির ভাষণে পরাধীনতার কারণ ও তার প্রতিকার, কৃষ্ণনগর বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে স্বরাজ সম্পর্কে অসাধারণ বক্তব্য আজও সমান গুরুত্বের দাবি রাখে। এছাড়াও ছোটখাটো অসংখ্য ভাষণ, চিঠিপত্র প্রভৃতিতে ছড়িয়ে রয়েছে বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের উজ্জ্বল স্বাক্ষর, সেই সঙ্গে আগামী ভারতের পথ নির্দেশের রূপরেখা।

সকল প্রকার রাজনৈতিক যোগ্যতা ও ক্ষমতা থাকা সত্বেও ভারতবর্ষের রাজনীতির ইতিহাসে কেবল আঞ্চলিক ইতিহাসের পাতার এক কোণে অবহেলায় ঠাঁই হয় বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের। নিজে অহিংসবাদী হলেও রাজনৈতিক কারণে সহিংসবাদী বিপ্লবীরা যখন ইংরেজ সরকারের বিচার ব্যবস্থার সম্মুখীন হয়েছেন সম্পূর্ণ বিনামূল্যে তাদের মামলা লড়েছেন। তাঁর প্রধান লক্ষ্য ভারতবর্ষের স্বাধীনতা, মাতৃভূমির মুক্তি, বিদেশি শাসনের অবসান। সারাজীবন কোন অন্যায়ের সঙ্গে আপস করেননি। রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করতে মাথা নত করেননি কোথাও। জাতীয় কংগ্রেসের দল ও উপদলীয় কোন্দলে নিজেকে যুক্ত করেননি সচেতনভাবে। কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র হতে পারেননি কলকাতা লাবির চাপে। সে বার আই.এ.এস. চাকরি ছেড়ে আসা নেতাজী সুভাষচন্দ্র মেয়র হন। নিজের জেতা আসন চিত্তরঞ্জন দাসকে ছেড়েছেন।

গান্ধীজীর বিমাতৃসুলভ আচরণের পরও তাঁর প্রদর্শিত অহিংস নীতি থেকে সারা জীবনে একবারও বিচ্যুত হননি। একটি রাজ্যের বিস্তীর্ণ এলাকার রাজনৈতিক ভীত শক্ত করে গড়ে দিয়েছেন।[১৮]

বীরেন্দ্রনাথের জীবনে যে অতুল তেজ, প্রতুল প্রতাপ ও বিপুল বিক্রমের পরিচয় আমরা পেয়েছি তা সত্যিই অনস্বীকার্য। সেই পুরুষ সিংহ দেশপ্রাণকে শতসহস্র কোটি প্রণাম। তাঁর অমর কীর্তির কথা স্মরণ করে তার সুমূর্তি নয়ন সমক্ষে রেখে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি এবং প্রার্থনা করি এই মহান ব্যক্তিত্ব বঙ্গভূমিতে আবার আবির্ভূত হয়ে বাংলার তথা ভারতবর্ষের সার্বিক বিকাশ ঘটাক।

Reference:

১. Sanyal, Hiteshranjan, *Swarajer Pathe*, Papyrus, Kolkata, 1994, p. 93

২. *Ibid*, p. 93-94

৩. Bengal Village Self Government Act 1919 (hereafter BVSGA), https://archive.org/details/1919WB5, Part I, Chapter II, Union Board, Section 6, p. 6

৪. BVSGA, Chapter III, Section 34, p. 25

৫. Chakrabarty, Bidyut, *Local Politics and Indian Nationalism Midnapur (1919-44)*, Manohar Publishers, New Delhi, 1997, p. 86

৬. Sanyal, Hitesh Ranjan, *Swarajer Pathe* (hereafter SP), Pyapiras, Kolkata, 1994, p. 97; also see ‘The Anti-Union Board Movement in Medinipur 1921’, in R. Sisson and S. Wolpert, *Congress and Indian Nationalism* (Ed), University of California Press, Berkeley, 1988, p.p. 359-60

৭. Sasmal, Birendranath, *Beware of Union Board*, article Amrita Bazar Patrica, 22 October, 1921

৮. Sanyal, Hitesh Ranjan, SP, p. 100

৯. *Ibid*

১০. Bandyopadhyay, Sekhar, *Palashi Theke Partition*, Orient Blackswan, Kolkata, 2008, p. 276

১১. *Mahisha Samaj* (Patrika), Dwitiya Bhag, Nabam Sankha, 1912, p.p. 214-15

১২. Pal, Pramatha Nath, *Deshapran Sasmal*, Gandhari Prakashani, Kanthi, Purbamedinipur, 2005, p 25

১৩. File No. L/2U 5, Sl. No. 1-7, West Bengal State Archives, Local Self Government Bengal, report of S. N. Ray, Joint Magistrate, Midnapore, November 1, 1921

১৪. Pal, Pramatha Nath, *Deshapran Sasmal*, Gandhari Prakashani, Kanthi, Purbamedinipur, 2005, p. 37

১৫. Sasmal, Birendranath, *Beware of Union Board*, article Amrita Bazar Patrica, 22 October, 1921

১৬. Pal, Pramatha Nath, *Deshapran Sasmal*, Gandhari Prakashani, Kanthi, Purbamedinipur, 2005, p. 26

১৭. Sansmal, Birendra Nath, *Sroter Trino*, Prakashak Gopinath Bharati, Calcutta, 1922

১৮. Pal, Pramatha Nath, *Deshapran Sasmal*, p. 32